দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
ঢাকা বুধবার, ৩১ আষাঢ় ১৪১৬, ১৫ জুলাই ২০০৯

আয়-উন্নতির সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন

ড. এম. আজিজুর রহমান

মানুষ জন্মসূত্রেই কেউ সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল আবার কেউবা একেবারে অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ জন্মসূত্রেই দরিদ্র। এটা তাদের অপরাধ নয়। তারাও মানুষ। সৃষ্টিকর্তা তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাগ্যের এই বিড়ম্বনা পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার মানবিক দায়-দায়িত্ব সমাজ ও আমাদের পালন করতে হবে। তারাও মেধা ও দৈহিক শক্তির অধিকারী। তাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। দরিদ্র শিশুদের পুষ্টিসাধন ও আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মেধার উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও প্রয়োগের সংস্কৃতি ঘটাতে হবে। তাই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী হাতে নিয়ে। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত হয়ে আসছে। যেমন- ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষনাগাদ থেকে সম্রাট অশোক, বাবর, আকবর, হুমায়ুনের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ নিরসনে খাদ্যগুদাম থেকে দরিদ্রদের জন্য খাদ্য বিতরণ করা হত। ধর্মের অনুশাসনেও যাকাত, দান, খয়রাত ইত্যাদি অনুদানের মাধ্যমে অর্ধসচ্ছল ব্যক্তিবর্গের বাড়তি আয় দেয়ার অনুশীলন থাকলেও এ মর্মে সুষ্ঠু আইন ও আইনের প্রয়োগের অভাবে মানুষ তা ঠিকমত করে না। রাজনৈতিক অর্থনীতি, ধর্ম, বিদ্যা ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের ভাষায় উৎকর্ষের সাথে আয়-উন্নতির সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা আছে বিধায় মানবিক ও সামাজিকভাবে হলেও দারিদ্র্য বিমোচন একটি আইনী কাঠামোর মতই শক্তিশালী।

জাতীয় আয় কি, কেন, কিভাবে অর্জিত হয় তা বোঝা খুব কঠিন নয়। যেমন- ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, সমাজ, দেশ ও দশ এবং ওই দেশের সরকার, সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিভিন্ন সংস্থা, কোম্পানী, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন চাকরি থেকে মানুষের অর্জিত আয় ও বেতন-ভাতাদির সমষ্টি হল জাতীয় আয়। সরকারী আয় জাতীয় আয়ের অংশবিশেষ মাত্র। সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হল Tax এবং Non-tax income। সরকারের নিজস্ব পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপার্জনের সূত্র থাকতে পারে। যেমন- সরকারী সংস্থা, কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স, বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্জিত আয়সহ সামষ্টিকভাবে Tax এবং None-tax income-ই হল সরকারী আয়। সরকারী প্রচেষ্টা হবে সর্বাধিক আয় এবং তা থেকে সামাজিক কল্যাণার্থে ব্যয় করা। সরকারী এ আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যটাই হল সরকারের লভ্যাংশ বা উদ্বৃত্ত। এ লভ্যাংশ দিয়ে সরকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে, দেশ, দশ ও সমাজের কল্যাণমুখীসহ বিভিন্ন জাতীয় কর্মকাণ্ডের অবকাঠামো নির্মাণের সঠিক বিনিয়োগ, বিচার ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা সুষ্ঠুভাবে পালন করে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। বিভিন্ন কারণে একটি দেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সরকারের কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রয়োগের অভাব, গোত্রে গোত্রে বৈষম্য, প্রতিহিংসা, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে সামাজিকভাবে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। শুধু বৈষম্যজনিত কারণে পুরুষের চেয়ে মহিলা ও সংখ্যালঘুদের ভেতরে দরিদ্রতা বেশি। দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে সামাজিক সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পর্দার ভেতর থেকে আমাদের মেয়েরা শিক্ষাঙ্গনে যাবে, শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে। দারিদ্র্য বিমোচনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং সংখ্যালঘুদের ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা সমাজ ও সরকারকে হাতে নিতে হবে। একটি দেশের সার্বিক সমৃদ্ধকরণে সরকার ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা, উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সুবিধা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নেয়। দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের গৃহীত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সুষম বণ্টন যেমন- মহিলা, সংখ্যালঘু, কৃষককুল এবং শিশু ও বৃদ্ধসহ দরিদ্র ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্ভবমত ভতুর্কি এবং বিশেষভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও হাসপাতালসহ বিনামূল্যে যথাক্রমে লেখাপড়া ও সমাজ সেবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি মানুষের আয়, অর্থাগমনই হল জাতীয় আয় বা রোজগার। সমাজে দরিদ্রতা আছে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপশম বা লাঘব করা মানব সমাজের সামাজিক ও নৈতিকভাবে হলেও একটি বিশেষ গুরুদায়িত্ব। তাই জাতীয় আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এগুলোর সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও সামন্ত্রতন্ত্রী নীতির ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের বণ্টন করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে জাতীয় সুবিধাদি, এর বিভাজন, বিতরণ ও পরিবেশনের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ এদেশ, দশ, সমাজ ও জাতিকেই সৃষ্টি করতে হবে। আয়-উন্নতির সুষ্ঠু বিলি-ব্যবস্থা ও পরিবেশন পদ্ধতির সৃষ্টি ও বিন্যাস ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্ধসচ্ছল ও অসচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা প্রদানে উৎপাদনমুখী ও উদার নিয়মনীতি গ্রহণ সাপেক্ষে সমাজের সার্বিক কল্যাণার্থে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দারিদ্র্য বিমোচন, উপশম ও লাঘব ঘটাতে হবে।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।